দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলমিতি। যঃ প্রথমং শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতমিত্যা-দ্যুপলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্, তাদৃশগুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবতসৎকারাদাবস্থ-মতিং ন লভতে, স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্য্যতে। উভয়সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদিকাভিপ্রায়েণৈব—যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ। বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ইতি স্মরণাৎ, তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদিবচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়ান্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ গ্রাহ্যঃ। যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণম্। স্বকুলর্দ্ধ্যৈস্ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥ ইতি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়দৃষ্ট্যা কৃপাং বিনা তস্মিন্ চিন্তারত্যা চ। অথ সর্ব্বস্যৈব ভাগবত-চিহ্নধারিমাত্রস্য তু যথাযোগ্যং সেবাবিধানম্। তত্র মহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা প্রসঙ্গরূপা পরিচর্য্যারূপা চ। তত্র প্রসঙ্গরূপা যথা—ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা। ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ ২৩৮॥

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় এবং তাঁহার সেবার অবিরোধে অন্য বৈষ্ণবগণের সেবা করা মঙ্গলজনক; যদি না করে, তাহা হইলে দোষ ঘটে। শ্রীনারদ যাহা বলিয়াছেন তাঁহার উক্তির মর্ম্মে যাহা বুঝা যায়, তাহাতেও দেখা যায়—

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্॥

শ্রীগুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিতে যে জন প্রথমে অন্যকে পূজা করে, সে জন দুর্গতি লাভ করে এবং তাহার পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে জন প্রথমতঃ শব্দব্রহ্ম বেদে বিচারনিপুণ এবং পরব্রহ্ম ভগবানের অনুভবে নিপুণ—ইত্যাদি প্রকার লক্ষণ শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করে নাই, এবম্ভূত অসৎ গুরু পরশ্রীকাতরতাদোষে যদি মহাভাগবতসৎকারাদিতে অনুমতি দান না করেন, তাহা হইলে সে জন প্রথমতই শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোনও বিচার করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ যে জন শাস্ত্রকথিতলক্ষণ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে নাই, সে জন তো পূর্ব্বেই শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছে। অতএব শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর পক্ষে এইপ্রকার দুর্গতি হওয়া তো অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও ভগবানে ভক্তিহীন গুরু আশ্রয় করিলে, এই জাতীয় দুর্গতি উপস্থিত হইবেই। এইক্ষণ সেই সাধকের পক্ষে উভয়সঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে। একদিকে গুরুচরণের আজ্ঞা